গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৫ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রজ্ঞাপন নং ২১৪/২০০৮/শুল্ক।- The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ** এই প্রজ্ঞাপন বন্ড সুবিধার আওতায় অমসৃন হীরা (Rough diamond) আমদানি ও মসৃন হীরা (Polished diamond) রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি আদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

০২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, আদেশে –

(ক) "অমসৃন হীরা" অর্থ শুধুমাত্র চেরাই করা, কাটা, ফালি করা হইয়াছে এমন হীরা যাহা Bangladesh Customs Tariff -এর এইচ,এস,কোড ৭১০২.১০.২১ এবং ৭১০২.১০.৩১ এর আওতাভুক্ত;

(খ) "মসৃন হীরা" অর্থ মেশিনের মাধ্যমে কাটিং প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী হীরা যাহা প্লাটিনাম, স্বর্ণ বা অন্যবিধ কোন ধাতব পদার্থ বা পাথর বা পাথর জাতীয় বস্তুতে স্থাপন করা হয় নাই;

(গ) "আইন" অর্থ (The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এবং Import and Export (Control) Act, 1950 (Act No.XXXIX of 1950);

(ঘ) "উৎপাদক দেশ" (Country of Origin) অর্থ আমদানিকৃত অমসৃন হীরা যেই দেশের খনি হইতে উৎপাদিত বা আহরিত হইয়াছে;

(ঙ) "রপ্তানিকারক দেশ" (Country of Export) অর্থ আমদানিকৃত অমসৃন হীরা সর্বশেষ যেই দেশ হইতে রপ্তানি করা হইয়াছে মর্মে আমদানি সংক্রান্ত দলিলে বা কাগজপত্রে উল্লেখ আছে;

(চ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(ছ) "কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট" অর্থ জাল প্রতিরোধক এমন সুনির্দিষ্ট দলিল যাহা প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কীম অনুযায়ী অমসৃন হীরা আদান প্রদান সুষ্ঠুভাবে সনাক্ত করে;

(জ) "চালান " অর্থ এক বা একাধিক পার্সেল আমদানি ও রপ্তানি;

(ঝ) "পার্সেল" অর্থ একত্রে প্যাকেটে মোড়ানো এক বা একাধিক হীরা;

(ঞ) "সার্টিফিকেট" অর্থ কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট; এবং

(ট) "হীরা" অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও ১৮-আইন/২০০৬ তারিখ ০৭/০২/২০০৬ ইং অনুযায়ী সমমাপ পদ্ধতির বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ কার্বন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ, মোহস (Mohs) স্কেল অনুযায়ী যাহার দৃঢ়তা ১০, সুনির্দিষ্ট অভিকর্ষ ৩.৫২ এবং প্রতিসরণ সূচী ২.৪২।

০৩। কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেটের আবশ্যকতাঃ অমৃসণ হীরা আমদানির ক্ষেত্রে কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট উপস্থাপন করিতে হইবে। উক্ত সার্টিফিকেটে H.S.Code, ক্যারেট, মুল্য, আমদানি ও রপ্তানিকারকের নাম এবং Country of Origin উল্লেখ থাকিতে হইবে।

০৪। অমসৃন হীরা আমদানি পদ্ধতি ঃ

(ক) The Customs Act, 1969 এর section 45 এর বিধান অনুযায়ী পণ্য পরিবহনকারী অথবা আমদানিকারক আমদানির স্বপক্ষে Import General Manifest (IGM) শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(খ) The Customs Act, 1969 এর section 79 এর Sub-section (2) মোতাবেক ফটোকপি এয়ারওয়ে বিল এর বিপরীতে চালান আমদানির পূর্বে বিল অব এন্ট্রি কমিশনারের পুর্বানুমতি সাপেক্ষে নোটিং করা যাইবে।

(গ) মসৃণ হীরা রপ্তানির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা চীফ কন্ট্রোলার অব ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট (সিসিআইএন্ডই) এর অনাপত্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

০৫। মসৃন হীরা রপ্তানি পদ্ধতি ঃ

(ক) রপ্তানির উদ্দেশ্যে মসৃন হীরা (Polished diamond) বন্ডেড ওয়্যার হাউস হইতে খালাসের ন্যুনতম তিন কর্মদিবস পূর্বে বন্ড কমিশনারেটের নিকট অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে। কমিশনার (বন্ড) depreciation, process loss, value addition ইত্যাদি নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবেন এবং কায়িক পরীক্ষান্তে সঠিক পাইলে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত পণ্য কমিশনার (বন্ড) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা সীল করিয়া দিবেন। এছাড়া রপ্তানি তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষন করিবেন।

(খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে মসৃন হীরা (Polished diamond) জাহাজীকরণের অন্ততঃ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পুর্বে বিল অব এক্সপোর্ট প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদিসহ কাস্টম হাউস, ঢাকার রপ্তানি শাখায় দাখিল করিতে হইবে।

(গ) রপ্তানি দলিলাদি কাস্টম হাউস, ঢাকার রপ্তানি শাখায় গ্রহণের ১২ (বারো) ঘন্টার মধ্যে রপ্তানি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারের তত্ত্বাধানে উক্ত দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া রপ্তানিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া বিমান বন্দর কাস্টমস্ এর নিকট নথি প্রেরণ করিবেন। একইভাবে রপ্তানিতব্য মসৃণ হীরা সংশ্লিষ্ট বন্ড এরিয়া হইতে রপ্তানির ৮ (আট) ঘন্টা পুর্বে বিমান বন্দর কাস্টমস্ এর নিকট প্রেরণ/হস্তান্তর করিবেন।

(ঘ) হীরা বহনকারী যাত্রীর নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর ও ফ্লাইট সিডিউল সম্পর্কিত তথ্যাদি রপ্তানির ৮ (আট) ঘন্টা পুর্বে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্মরত কাস্টমস্ এর সহকারী কমিশনার -এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্তব্যরত সহকারী কমিশনার রপ্তানিতব্য পণ্য চালানটির সীলগালা সঠিক পাইলে রপ্তানির অনুমতি দিবেন। সীলগালার সঠিকতার বিষয়টি যাচাইকালে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা উপস্থিত থাকিবেন। এছাড়া রপ্তানির যাবতীয় তথ্য যেমন ঃ মুল্য, পরিমান, রপ্তানিকারকের নাম, আমদানি/রপ্তানিকারক দেশ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য যথাযথ রেজিষ্টারে সংরক্ষন করিবেন।

০৬। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের শুল্ক কর্তৃপক্ষ বন্ড কমিশনার কর্তৃক রপ্তানির জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত মসৃন হীরার (Polished diamond) চালানের সীল গালা সঠিক না পাইলে কায়িক পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারিবেন এবং প্রযোজ্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

০৭। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত রপ্তানি মুল্য প্রত্যাবাসন সম্ভর্ক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

০৮। কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেটের আলোকে অমসৃন হীরার মুল্যায়ন, শ্রেনীবিন্যাস ও মানের বিষয়ে জটিলতা না থাকায় অমসৃন হীরার দ্রুত খালাসের সাথে The Customs Act, 1969 এর section 80 এর sub-section (2) মোতাবেক Second appraisement পদ্ধতিতে শুল্কায়নসহ section-81 এর sub-section(2) মোতাবেক সাময়িক শুল্কায়ন (Provisional assessment) করা যাইবে।

০৯। আমদানিকৃত অমসৃন হীরার পরিমান, ওজন নিরূপন এবং গুনগতমান নির্ণয়ের প্রয়োজন হইলে The Customs Act, 1969 এর section-200 মোতাবেক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হীরার পরিমাপক যন্ত্র বা মান নিরূপনি যন্ত্র আমদানিকারক তাহার নিজস্ব খরচে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিবে।

১০। কিম্বারলী প্রসেস সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমদানিকৃত হীরার চালানের ক্ষেত্রে আমদানি মেনিফেস্ট এবং পণ্য চালান খালাসের সমর্থনে সকল দলিলাদি দাখিল/প্রাপ্তি সাপেক্ষে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তা দলিলাদি পর্যালোচনা করিয়া পণ্যের কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া পণ্য চালানের Outpass প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। অমসৃন হীরা আমদানির লক্ষ্যে আগমন স্থান (point of entry) এবং চালান রপ্তানির উদ্দেশ্যে বহির্গমন (point of exit) স্থান হইবে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।

১২। অমসৃন হীরা আমদানির পর বিমান বন্দর হইতে বন্ডেড ওয়্যারহাউসে এবং মসৃন হীরা বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌছানো অর্থাৎ বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও বিমান বন্দরে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে পণ্যের নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমদানিকারক/রপ্তানিকারক বহন করিবেন।

১৩। পণ্যের কায়িক পরীক্ষা, গুণগত মান নির্ণয়, রাসায়নিক পরীক্ষা বা অন্য সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনের উদ্দেশ্যে চালান আমদানি অথবা রপ্তানির অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পুর্বে আমদানিকারক/রপ্তানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

১৪। আমদানি নীতি আদেশ, ২০০৬-২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ২৪.৭.১৩ এর বিধান অনুযায়ী অমসৃন হীরার আমদানি ও মসৃন হীরার রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

১৫। উপরিউক্ত যে কোন শর্ত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কর্তৃক পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বা এই প্রজ্ঞাপনের কোন বিধান লংঘন করা হইলে বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কোন বিধানসহ অন্য কোন আইনের বিধান লংঘন করা হইলে আমদানিকৃত/রপ্তানিতব্য পণ্য বাজেয়াপ্তসহ The Customs Act, 1969 এর বিধান অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬। বর্জ্য (Wastage) ব্যবস্থাপনাঃ অমসৃণ হীরা হইতে মসৃণ হীরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য শুল্ক আইন ১৯৬৯ এর ধারা ৯৫ এবং এ বিষয়ে প্রণীত বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে।

১৭। এই আদেশ ১ জুলাই, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ/১৭ আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম)
প্রথম সচিব (শুল্কঃ রপ্তানি ও বন্ড)।